

৩৩/০২/২২



গলব্লাডার যখন অসুস্থ হয়

■ ডা. মোড়ল নজরুল ইসলাম

গলব্লাডার একটা ছোট নাশপাতি আকৃতির অঙ্গ যা কিনা লিভারের নীচে অবস্থান করে। শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বাইল বা পিত্ত নিঃসরণ করে এই অঙ্গটি। এ কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে পিত্তথলি। এই পিত্তথলি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। আর গলব্লাডারে পাথর হলে অপারেশন ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। গলব্লাডারের সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে বিশিষ্ট ল্যাপারোস্কপিক সার্জন উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ ও ধানমন্ডিস্থ জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের অধ্যাপক ডা. সরদার এ নাসিম বলেন, কি কারণে গলব্লাডারে পাথর হয় এর কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। এমনকি সুপারি জাতীয় খাদ্য ও তৈলাক্ত খাবারের সঙ্গেও এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে পুরুষের চেয়ে মধ্যবয়সী মহিলাদের গলব্লাডার বেশী হয়, শরীরের বেশী ওজন, গর্ভাবস্থা, জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি, হরমোন থেরাপি, দ্রুত ওজন হ্রাস, রক্তে ট্রাইগ্লিসেরাইডের আধিক্যসহ নানা কারণে গলব্লাডারের ঝুঁকি বাড়ে। যাদের গলব্লাডারে পাথর হয় তাদের অপারেশন করাই ভালো। অন্যথায় ছোট পাথর কণা গলব্লাডার থেকে বেরিয়ে পিত্তনালীতে জমে ব্লক সৃষ্টি করতে পারে। এতে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গলব্লাডার হলে কোন ধরনের উপসর্গ দেখা দেয় না। অনেক ক্ষেত্রে গলব্লাডারের কারণে পিত্তনালী ব্লক হলে তখন নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। ডা. সরদার নাসিমের মতে, গলব্লাডারের পাথর বা গলব্লাডারের সমস্যা প্রতিরোধের কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই। তবে ওজন নিয়ন্ত্রণ, রক্তের চর্বি বা কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা ভালো। এছাড়া চল্লিশোর্ধ পুরুষ ও মহিলারা বছরে অন্তত একবার আলট্রাসোনোগ্রাম ও লিভার ফাংশন টেস্ট করতে পারেন।

পাঃ বিশেষজ্ঞদের মতে, গলব্লাডার ফেলে দেয়া হলে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে কোন সমস্যা হয় না। গলব্লাডার ছাড়াই আমরা সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারি। তবে যখনই গলব্লাডারের সমস্যা ধরা পড়বে তখনই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। অন্যথায় ক্ষেত্র বিশেষ বিপদ হবার আশংকা থাকে।